ভোরের কাগজ
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭
NOV. 27 2007

বিড়ম্বিত শিক্ষার্থী ও আদালতের রায়

এক ছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ১৮ বছর আটকে রাখার অভিযোগে বগুড়ার মাননীয় প্রথম যুগ্ম জেলা জজ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ তিনজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ওই ছাত্রীকে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। গত সোমবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্ব নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, এমনকি সরকারগুলো, বছর বছর নানা পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় করলেও কার্যক্ষেত্রে যে উদাসীনতা চোখে পড়ে তাতে বিষয়টির তাৎপর্য তারা যে খুব উপলব্ধি করতে পারেন তা মনে হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, যতো দিন গেছে ততোই স্থায়ী আসন গেড়েছে দীর্ঘসূত্রতার চর্চা। শুধু তাই নয়, দুর্নীতির মাধ্যমে দিনকে রাত করার মতো এর প্রাপ্য আসন ওকে দেওয়া হয়েছে; শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র হারানো, এর অতিরিক্ত খাতা ওর খাতার সঙ্গে লাগানোর মধ্য দিয়ে তাদের নানা লাঞ্ছনার শিকার করা হয়েছে, যার পিছনে ক্রিয়াশীল থেকেছে পেশাগত দায়িত্ব পালনে শিক্ষক থেকে শুরু করে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সীমাহীন উদাসীনতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। দায়িত্বশীল শিক্ষক ও কর্মকর্তা ক্রমশ দুর্লভ ও, সেই সঙ্গে যেন, অপাঙক্তেয় হয়ে উঠছেন।

মরজিয়া বেগম নামে যে শিক্ষার্থী তার ফল প্রকাশে ১৮ বছর বিলম্বের কারণে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক অবজ্ঞা এবং আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। তিন মাসের মধ্যে তাকে সাড়ে ৩ লক্ষাধিক টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথাসময়ে নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে এমন আশ্বাসে আমরা অভ্যস্ত নই, তাছাড়া তাকে এ অর্থ পরিশোধ করা হলেও ইতিমধ্যে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পুষিয়ে দেওয়া আজ আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

দুদিন পরে ফল প্রকাশের কারণে একজন প্রার্থী কাঙ্ক্ষিত পদে আবেদন করতে পারেননি, বৃত্তির যোগ্য মনোনীত হননি বা উচ্চতর গবেষণা কাজে অংশ নিতে পারেননি এমন উদাহরণ অনেক দেওয়া যাবে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত খাতা না দেখে বা ফিরিয়ে না দিয়ে বিদেশে গিয়ে বসে আছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় করা হয়েছে এবং এই ছাত্র ৮ বছর মামলা লড়ে তার পাপ্য স্থান পুনরুদ্ধার করেছেন— এমন উদাহরণও দেওয়া যায়। এসব ঘটনা হয়তো প্রতিদিন ঘটে না, কিন্তু যতোটুকু ঘটে এবং তার যতোটুকু সংবাদপত্রের খবর হয় তাতেই শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা শিক্ষক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সবার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সুনাম ও শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আস্থা ফেরানোর লক্ষ্যে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিভাবে রোধ করা সম্ভব তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

১৯৭৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মরজিয়া বেগমের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত এবং তাকে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেছিল রাজশাহী বোর্ড। তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন। তারপর এক দীর্ঘ আইনি সংগ্রাম। অবশেষে ১৯৯৬ সালে বোর্ড আদালতে তার সনদপত্র দাখিল করে, যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি রসায়ন ও অংকে লেটার নম্বরসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অনমনীয় মনোভাব, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের জন্য এবং ভালো ফলাফলের জন্য বিলম্বে হলেও আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত খাতা না দেখে বা ফিরিয়ে না দিয়ে বিদেশে গিয়ে বসে আছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় করা হয়েছে এবং এই ছাত্র ৮ বছর মামলা লড়ে তার পাপ্য স্থান পুনরুদ্ধার করেছেন- এমন উদাহরণও দেওয়া যায়। এসব ঘটনা হয়তো প্রতিদিন ঘটে না, কিন্তু যতোটুকু ঘটে এবং তার যতোটুকু সংবাদপত্রের খবর হয় তাতেই শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা শিক্ষক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সবার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন।